বৃষ্টি এলো

গ্রেস ওগোট

ভাষান্তর ঃ রতন শিকদার

প্রধানের মেয়ে ওগান্ডা যখন তাকে দেখতে পেল তখনও সে দরজা থেকে অনেক দূরে। মেয়েটা তার কাছে দৌড়ে গেল। এক শ্বাসে সে তার বাবাকে প্রশ্ন করে গেল, 'মহান প্রধান, কী খবর নিয়ে এলে? গ্রামের প্রত্যেকে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে বৃষ্টি কখন হবে জানবার জন্য।' লাবঙ'ও তার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু মুখে একটা কথাও বলল না। ওগান্ডা তার বাবার উত্তাপহীন মনোভাব দেখে হতভম্ব হয়ে গ্রামের দিকে দৌড় লাগল যাতে সে অন্যদের আগাম জানান দিতে পারে যে গ্রাম প্রধান ফিরে এসেছে।

গ্রামের পরিবেশ টান টান এবং কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত সবাই। প্রত্যেকে অলস ভাবে উদ্দেশ্যহীন হয়ে উঠানে ঘুরছে ফিরছে। আসলে কোনও কাজই কেউ করছে না। এক যুবতী বধূ তার সতীনকে ফিশফিশ করে বলল, আজকের মধ্যে তারা যদি এই বৃষ্টির ব্যাপারটার ফয়সালা না করতে পারে, তবে প্রধান ভেঙে পড়বে। তারা লক্ষ্য করেছে গণ্ডগুলো মাঠে মরে পড়ে থাকছে।' 'খুব শিগ্গির আমাদের ছেলেমেয়েরা মরবে। তারপর আমরা। হে মহান প্রধান, আপনি আমাদের বলুন কী করে আমরা প্রাণ বাঁচাব।' তাই প্রধান প্রত্যেকদিন তার পূর্বপুষদের মাধ্যমে পরমেরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি তাদের দুর্দশা মুক্ত করেন।

পরিবারের সবাইকে ডেকে খবরটা জানাবার পরিবর্তে, লাবঙ'ও তার নিজের কুটিরে চলে গেল, তার অর্থ তাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। দরজা বন্ধ করে স্বল্পালোকিত কুটিরের মধ্যে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবতে বসে গেল।

এখন এ কথা ভেবে লাবঙ'ওর হৃদয় ভারাক্রান্ত হল না যে সে কতগুলি ক্ষুধাক্রান্ত মানুষের প্রধান। তার একমাত্র কন্যার জীবন সংশয়। ওগান্ডা যখন তার সাথে দেখা করতে এসেছিল তখন সে তার কোমরের চেনটা জ্বলজ্বল করতে দেখেছিল। দৈববাণীটি সম্পূর্ণ হল। ওগান্ডা, এ যে ওগান্ডা, আমার এক মাত্র মেয়ে, ওকে এই অল্প বয়সে প্রাণ দিতে হবে।' বাক্য সম্পূর্ণ করার আগেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। প্রধানের কাঁদা উচিত না। সমাজ তাকে সবচেয়ে সাহসী পুষ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু লাবঙ'ও আর কিছুর পরোয়া করে না। একজন সাধারণ পিতার ভূমিকা নিয়ে তীব্রভাবে কাঁদতে লাগল। সে তার জনগণকে ভালবাসতে। লুও উপজাতিকে ভালবসত, কিন্তু ওগান্ডা ছাড়া তার কাছে লুওর কী অর্থ থাকবে?

ওগান্ডা তার জগতে নূতন প্রাণ এনেছিল। এবং তার মনে হয় সে অনেক ভালভাবে সবকিছু পরিচালনা করতে পেরেছিল। তার সুন্দরী কন্যা ছাড়া কীভাবে গ্রামের আত্মা বেঁচে থাকবে? গ্রামে কত পরিবার, কত পিতামাতা আর তাদের কন্যারা রয়েছে। তাকে কেন পছন্দ করা হল? 'আমার যা কিছু তো সে।' লাবঙ'ও এমন ভাবে কথা বলল যেন তার পূর্বপুষেরা কুটিরের মধ্যেই অবস্থান করছে এবং সে তাদের সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছে। হয়ত তারা সেখানেই থেকে তাকে তার প্রাধান হওয়ার দিনে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা শপথের কথা মনে করিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছিল। সে শপথ নিয়ে বলেছিল, 'প্রয়োজনে শত্রুর হাতথেকে আমাদের গোষ্ঠীকে রক্ষা করবার জন্য আমি আমার নিজের এবং পরিবারের জীবন বিসর্জন দেব।' সে শুনতে পেল তার পূর্বপুষরা ব্যঙ্গ করে বলছে 'অস্বীকার কর, তুমি অস্বীকার কর।'

লাবঙ'ও যখন প্রধানের পদে অভিষিক্ত হয়েছিল তখন সে একজন যুবক। সে তার বাবার মত নয়। একটি মাত্র স্ত্রী নিয়ে সে বহু বছর ধরে সব কিছু পরিচালনা করে গিয়েছে। কিন্তু তার একমাত্র স্ত্রী একটিও কন্যা সন্তান প্রসব না করার জন্য লোকে তাকেতিরস্কার করত। সে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার বিবাহ করল। কিন্তু সেই স্ত্রীরা সকলেই পুত্র সন্তান প্রসব করল। লাবঙ'ও যে পঞ্চম পত্নী গ্রহণ করল তার গর্ভে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হল। তার নাম দেওয়া হল ওগান্ডা, যার অর্থ 'বিন', কারণ তার গায়ের চামড়া ছিল খুবই গৌরবর্ণ। লাবঙ'ওর কুড়িটি সন্তানের মধ্যে ওগান্ডাই হচ্ছে একমাত্র কন্যা সন্তান। সে প্রধানের খুব প্রিয় ছিল। তার মায়ের সতিনরাও তাদের হিংসার মনোভাব পরিত্যাগ করে তাকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিত। তারা বলল, সবচেয়ে বড় কথা হল ওগান্ডা কন্যা সন্তান। তার এই রাজকীয় জীবনের দিনও সীমিত। শীঘ্রই তার অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে যাবে আর সে তার ঈর্ষার জায়গাটা অন্যের জন্য ছেড়ে চলে যাবে।

লাবঙ'ও জীবনে এই প্রথমবার এমন অসম্ভব রকমের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। বৃষ্টি সৃষ্টিকারীর অনুরোধের কাছে নতিস্বীকার না করার অর্থ ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজের স্বার্থের উর্দ্ধে তুলে ধরে সমস্ত উপজাতিকে বলিদান করা, বা তার থেকেও বেশি। এর অর্থ হবে পূর্বপুষদের অসম্মান করা এবং খুব সম্ভবত লুও উপজাতিদের এই ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া। অন্যদিকে জনতার জন্য বাজি রেখে ওগান্ডার মৃত্যুবরণ লাবঙ' কেও সম্পূর্ণরূপে আত্মিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেওয়া। সে জানে সে আর কোনদিন সেই প্রধান হতে পারবে না।

বৈদ্য নডিথির কথাগুলো এখনও তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নডিথি উপজাতির লোকেদের সমাবেশে বলেছিল, 'লুওদের পূর্বপুষ পোধো গত রাতে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আমাকে প্রধান এবং জনগণকে বলবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনও পুষকে এখনও জানেনি এমন এক তণীকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, যার ফলে সমগ্র দেশে বৃষ্টি নামবে।' পোধো যখন আমার সাথে কথা বলছিলেন তখন আমি দেখলাম এক তণীকে। সে হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতদুটো মাথার ওপরে তোলা। তার গায়ের চামড়া এক বন্য হরিণশিশুর চামড়ার মত, গৌরবর্ণ। তার দীর্ঘ তন্বী দেহ নদীতীরের জলজ উদ্ভিদের এক নিঃসঙ্গ ডাঁটির মত দাঁড়িয়েছিল। তার নিদ্রালু চোখদুটোতে ছিল এক শোকগ্রস্ত মাতার চোখের দুঃখের ছায়া। তার বাঁ কানে একটা সোনার দুল আর কোমর ঘিরে একটা চকচকে পিতলের চেন। আমি তখনও অবাক দৃষ্টিতে সেই তণীর সৌন্দর্য লক্ষ করছি। পোধো আমাকে বললেন, 'এদেশের

সমস্ত মহিলার মধ্য থেকে আমরা একে পছন্দ করেছি। সে নিজেকে হ্রদের দৈত্যের কাছে উৎসর্গ কক। এবং সেই দিনই মুষলধারায় বৃষ্টিপাত শু হবে। সদিন প্রত্যেকে তার নিজের নিজের ঘরে বন্দি থাকুক। নচেৎ বন্যার স্রোতে তারা ভেসে যাবে।'

বাইরে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। শুধুমাত্র পিপাসার্ত পাখিগুলো মৃতপ্রায় গাছের শাখায় বসে ক্লান্ত স্বরে ডেকে চলেছে। দ্বিপ্রহরের চোখ ঝলসানো উত্তাপ লোকগুলোকে বাধ্য করেছে তাদের কুটিরের মধ্যে থাকতে। প্রধানের কুটির থেকে অল্প একটু দূরে দুজন রক্ষী চুপচাপ নাক ডেকে চলেছে। লাবঙ্গ'ও তার মুকুট এবং বিশাল ঈগলের মাথা, যা তার কাঁধের ওপর থেকে হাল্কাভাবে ঝুলে থাকে, তা খুলে রাখল। সে কুটির থেকে বেরিয়ে গিয়ে দূত নিয়াবগ'ও কে না বলে নিজেই ঢাকটা বাজাতে শু করল। নিমেষের মধ্যে বাড়ির সব লোক সিয়ালা গাছের নিচে সমবেত হয়ে গেল। প্রধান সাধারণত এখানেই তাদের স মনে বক্তব্য রাখে। প্রধান ওগান্ডাকে কিছুক্ষণের জন্য তার ঠাকুরমার কুটিরে অপেক্ষা করতে বলল।

লাবঙ্গ'ও যখন তার পরিবারের লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে শু করল তখন তার গলার স্বর ভাঙ্গা, কান্নায় সে স্বর বন্ধ হয়ে গেল। সে কথা বলা শু করল, কিন্তু শব্দগুলো তার ঠোঁটের আগায় আটকে যাচ্ছে। তার স্ত্রীরা এবং পুত্রেরা বুঝতে পারল তারা কোনও কঠিন বিপদের সম্মুখীন। হয়ত শত্রুপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। লাবঙ্গ'ওর চোখদুটো লাল। তারা দেখল সে কাঁদছে। অবশেষে সে তাদের বলল, 'একজন , সে আমাদের সবার প্রিয়, আমাদের সম্পদ, ত াকে সরে যেতে হবে। ওগান্ডাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। লাবঙ্গ'ও কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ যে সে নিজেই তা শুনতে পেল না। কিন্তু সে বলে চলল, 'আমরা যাতে বৃষ্টি পাই সে জন্য হ্রদের দৈত্যের কাছে উৎসর্গ করার জন্য পূর্বযরা তাকে পছন্দ করেছেন।'

তারা একেবারে হতভম্ব। মৃদুগুঞ্জন শু হল। ওগান্ডার মা অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে তার কুটিরে নিয়ে যাওয়া হল। অন্য লোকেরা আনন্দ করতে লাগল। তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল আর গান গেয়ে বলতে লাগল, 'ওগান্ডা ভাগ্যবতী। সে জনগণের জন্য জীবন দেবে। জনগণকে বাঁচাতে হলে, ওগান্ডাকে যেতে দ াও।'

ঠাকুরমার ঘরে বসে ওগান্ডা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সমগ্র পরিবার তার সম্বন্ধে কী আলোচনা করছে যা সে শুনতে পাচ্ছে না। প্রধানের সভাস্থল থেকে ত ার ঠাকুরমার কুটিরের দূরত্ব অনেক। সে কান খাড়া করে অনেক চেষ্টা করেও শুনতে পেল না।সে সিদ্ধান্তে এল, 'নিশ্চয়ই তারা তার বিয়ের কথা বলাবলি করছে।' এটাই প্রচলিত প্রথা যে বাড়ির লোকের মেয়ের আড়ালে তার ভবিষ্যৎ বিয়ের কথা আলোচনা করবে। ওগান্ডার মনে পড়ে গেল সে সব ছেলেদের কথা তার নাম শুনে যাদের জিব থেকে লালা ঝরে আর এ কথা মনে হতেই তার ঠোঁটের কোনে ছোট্ট হাসি খেলে গেল।

কেচ পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধের ছেলে। কেচ দেখতে সুপুষ। তার চোখগুলো মিষ্টি নরম আর আকাশ ফাটানো তার হাসি। ওগান্ডা ভাবল পিতা হিসাবে সে দ ান হবে। কিন্তু তাদের ভাল মানাবে না। কেচ তার স্বামী হবার পক্ষে খুবই খাটো। কেচের সাথে কথা বলতে গেলে তাকে প্রতিবার নিজের দিকে তাকাতে হবে। তারপর তার দিমোর কথা মনে এলো। দিমো দীর্ঘ এক তণ। ইতিমধ্যেই সে সাহসী যোদ্ধারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে একজন অপ্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা। দিমো ওগান্ডাকে ভালবাসত, কিন্তু ওগান্ডা ভাবত সে স্বামী হিসাবে খুব নির্দয় হবে, সে সব সময় ঝগড়া করবে আর মারামারি করবার জন্য তৈরি থাকবে। সে তাকে পছন্দ করে না। ওগান্ডা ওসিন্ডার কথা মনে করতে করতে তার কোমরের চকমকে চেনটাতে হাত বুলাতে লাগল। অনেকদিন আগে সে যখন খুব ছোট ছিল তখন ওসিন্ডা তাকে এই চেনটা দিয়েছিল। গলায় কয়েক পাক জড়াবার পরিবর্তে সে ওটাকে কোমরে পরেছিল যাতে ওখানে সেটা চিরস্থায়ী হয়। তার কথা ভাবতে ভাবতে হৃৎপিন্ড এমন দ্রুত বেগে চলতে শু করল যে সে তার শব্দ শুনতে পেল। সে ফিশ ফিশ করে বলল, 'ওসিন্ডা, আমার প্রিয়তম, তারা যেন তোমার কথাই আলোচনা করে। এখনই এসে তুমি আমাকে নিয়ে যাও।'

ওগান্ডা যখন তার ভালবাসার মানুষটার চিন্তায় মগ্ন ছিল তখন দরজায় হেলান দেওয়া চেহারাটা তাকে চমকে দিল। ওগান্ডা হাসতে হাসতে বলল, ' ঠাকুমার তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আমাকে বল না, তোমরা কি আমার বিয়ের কথা আলোচনা করছিলে? তুমি জেনে রাখো আমি ওদের কাউকে বিয়ে করছি না।' একটু হাসি তার ঠোঁটে খেলে গেল আবার। সে তার ঠাকুমার ওপর জোরাজুরি করতে লাগল যাতে তার ঠাকুরমা তাকে বলে যে তারা ওসিন্ড ার ওপর সন্তুষ্ট।

বাইরে খোলা জায়গায় আত্মীয়স্বজনরা নাচ-গান করছিল। এখন তারা প্রত্যেকে ওগান্ডার জন্য একটা করে উপহার নিয়ে কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে। ত ারা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল। ওগান্ডা শুনতে পেল তারা বলছে, 'যদি জনগণকে বাঁচাতে হয়, যদি আমাদের বৃষ্টি পেতে হয়, তবে ওগান্ডা যাক। ওগান্ডা তার জনগণের জন্য, তার পূর্বপুষদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিক।' সে কি পাগল হয়ে গেল যে সে ভাবছে তারা তার জন্য গান গাইছে? সে কী করে মৃত্যুবরণ করবে? ওগান্ডা দেখতে পেল তার ঠাকুমার ঝুঁকে পড়া দেহটা দরজা আগলে রয়েছে। সে বেরিয়ে যেতে পারল না। তার ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে সতর্ক হল যে সামনে বিপদ রয়েছে। ওগান্ডা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুরমা, তাহলে বিয়ের ব্যাপার নয়?' ক্ষুধার্ত বিড়ালের মুখের সামনে পড়া ইঁদুরের মত সে হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কুটিরে একটাই দরজা একথা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে বেরোবার রাস্তা খুঁজতে লাগল। তাকে বাঁচার জন্য লড়াই করতেই হবে। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না।

ওগান্ডা চোখ বন্ধ করে বনের বাঘের মত এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার ধাক্কায় ঠাকুরমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাইরে লাবঙ্গ'ও তার মেয়ের হাত ধরে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে সরিয়ে তাকে নিয়ে গেল লাল রঙ করা কুটিরটাতে। ওই কুটিরে তার মা বসেছিল। এখানে এসে সে খবরটা তার মেয়েকে নিয়মমাফিক জানাল।

তিনটি প্রাণী, যারা একে অপরকে ভীষণ ভাল বাসত, অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারে বসে রইল। কথা বলতে ভাল লাগছে না। তারা কিছু বলার চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। অতীতে তারা যেন উনুন তৈরির তিনখানা পাথরের মত ছিল, সমান ভাবে বোঝা ভাগ করে নিত। ওগান্ডা কে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া মানে তারা দুটো অকেজো পাথরের মত হয়ে যাবে, রান্নার কোন পাত্রই তাদের ওপর দাঁড়াবে না।

প্রধানের সুন্দরী কন্যাকে দেশে বৃষ্টি আনার জন্য উৎসর্গ করতে হবে এ খবরটা বাতাসের বেগে সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়ে গেল। সূর্যাস্তের সময় প্রধানের গ্র াম তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবে ভরে গেল। তারা সবাই ওগান্ডাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আরও অনেক লোক উপহার হাতে করে আসছে। সকাল হওয়া পর্যন্ত তারা ওগান্ডাকে সঙ্গ দিতে নেচে যাবে। সকাল বেলায় তারা ওগান্ডার জন্য এক বিশাল মাপের বিদায়ভোজ তৈরি করবে। আত্মীয়-স্বজনেরা সম াজের স্বার্থে আত্মবলিদানের জন্য পূর্বপুষদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়াকে বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে মনে করছে। তারা গর্বের সঙ্গে বলল, 'ওগান্ডার নাম চিরদিনের জন্য আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে।'

কিন্তু মায়ের ভালবাসাই কি মিন্যাকে অন্য মহিলাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছে? দুঃশ্চিন্তা আর গর্ভযন্ত্রণার স্মৃতিই তাকে বেদনার্ত করে তুলেছে? অথবা এটা কি সেই গভীর উত্তাপ এবং বোঝাপড়া যা এক দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং তার মায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা ওগান্ডাকে তার রক্তমাংস আর জীবনের অঙ্গীভূত করে তুলেছে? অবশ্যই দেশের জন্য এই মৃত্যুবরণ তার মেয়ের পক্ষে গৌরবের, বিশাল গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু যখন তার একমাত্র কন্য াকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে তখন তার কী লাভহবে? দেশে তো আরও কত মহিলা রয়েছে তবে তার কন্যাকে, তার একমাত্র কন্যাকে কেন বেছে নেওয়া হল! মানুষের জীবনের কোন মূল্য আছে! অন্য মহিলাদের ঘর ভর্তি ছেলে মেয়ে অথচ মিন্যাকে তার একমাত্র কন্যাকে হারাতে হচ্ছে!

মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ জ্বল জ্বল করছে এবং অসংখ্য তারা এক মোহময়ী সৌন্দর্য নিয়ে চিকমিক করছে। ওগান্ডা তার মায়ের কোল ঘেঁসে বসে চুপচাপ ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। সব বয়সের নর্তকরা ওগান্ডার সামনে নাচবে বলে এসে জমা হয়েছে। ওগান্ডা এত বছর ধরে তার নিজের লোকদের মধ্যে মিশে ছিল। ভাবত ওদের সে ভালমত জানে। কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করল যে সে তাদের মধ্যে একজন আগন্তুক মাত্র। যদি তারা যেমন ভাব দেখাত তেমন সত্যিই ত াকে ভালবাসত, তবে কেন তারা তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করছে না? তারা কি সত্যি বোঝে অল্প বয়সে মৃত্যুর কথা ভাবার অনুভূতিটা কেমন? তার বয়সী মেয়েরা যখন নাচার জন্য উঠে দাঁড়াল, সে তখন আর আবেগ সংবরণ করতে পারল না। সে শব্দ করে কেঁদে উঠল। তাদের বয়স কম, তারা সুন্দরী। কিছুদিন পরই তাদের বিয়ে হবে, তাদের নিজেদের সন্তান হবে। তারা সবাই তাদের স্বামীর ভালবাসা পাবে। তাদের নিজেদের কুটির হবে। তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে। ওসিন্ডাও যদি তার বন্ধুদের মধ্যে থাকত। চেনটায় হাত বুলোতে ওগান্ডার ভাল লাগল সে এটাকে কোমরে নিয়েই মৃত্যু বরণ করবে এবং মাটির নিচের জগতেও এটা পরিধান করবে।

সকাল বেলায় ওগান্ডার জন্য বিশাল ভোজের আয়োজন হল। মহিলারা বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবার তৈরি করল যাতে ওগান্ডা তার পছন্দমত তুলে নেয়। তারা বলল, লোকে মৃত্যুর পর খাবার খায় না। খাবারগুলোকে দেখতে সুস্বাদু লাগলেও ওগান্ডা তার কিছু স্পর্শ করল না। সুখী লোকেরা খাক। একটা ছে াট লাউয়ের পাত্র থেকে কয়েক চুমুক জল পান করেই সে সন্তুষ্ট থাকল

তার যাবার সময় এগিয়ে আসতে লাগল। এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। হ্রদ এখান থেকে একদিনের পথ। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে তাকে সারা রাত হাঁটতে হবে। কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না, এমন কী বনবাসীরাও। ইতিমধ্যেই পবিত্র তেল তার সারা অঙ্গে মর্দন করা হয়েছে। খারাপ খবর শোনবার পর থেকেই ওসিন্ডা আশা করেছে যে কোনও মুহূর্তে ওসিন্ডা এসে হাজির হবে। সে কিন্তু সেখানে ছিল না। একজন আত্মীয় তাকে বলল ওগান্ডা তার নিজের ক াজে দূরে কোথায় গিয়েছে। ওগান্ডা বুঝতে পারল তার প্রিয়তমর সাথে তার আর সাক্ষাৎ হবে না।

বেলা পড়ে এল। সমস্ত গ্রামের লোক তাকে বিদায় জানাতে তাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারা তাকে শেষবারের মত দেখতে চায়। তার মা তার ঘাড়ের ওপরে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে চলেছে। মহান প্রধান শোকবস্ত্র পরিধান করে খালি পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জনতার মধ্যে মিশে গেল - সাধারন একজন শোক সন্তপ্ত পিতার মত। তারপর তার কব্জি-বন্ধনীটা খুলে কন্যার কব্জিতে পরিয়ে দিয়ে বলল 'তুমি সব সময় আমাদের মধ্যেই থাকবে। আমাদের পূর্বপুষদের আত্মা তোমার সাথে আছে।'

মূক, অবিশ্বাসী ওতগান্ডা জনতার সামনে দাঁড়ান। তার কিছুই বলার ছিল না। সে তার বাড়ির দিকে আর একবার ফিরে তাকাল। সে তার ভিতরের কষ্টকর হ দস্পন্দন শুনতে পেল। তার শৈশবের সব পরিকল্পনার ইতি ঘটতে চলেছে। তার নিজেকে মনে হল একটা ফুলের মত যা ফুটে ভোরের শিশির উপভোগ কর ার আগেই ঝরে পড়ল। সে তার ক্রন্দনরতা মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল এবং ফিশ ফিশ করে বলল, 'আমাকে যখন তোমার দেখতে ইচ্ছা করবে, তুমি সূর্য্যস্তের দিকে তাকাবে। আমি সেখানে থাকব।'

ওগান্ডা দক্ষিণদিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর হ্রদের দিকে হাঁটা শু করল। তার বাবা-মা, আত্মীয় - স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর প্রশংসাকারীরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল।

তার সুন্দর তন্বী চেহারাটা ছোট হতে হতে বনের শুষ্ক ক্ষীণ গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ওগান্ডা নির্জন বনের পথে চলতে চলতে একটা গান গাইতে লাগল এবং তার নিজের গলার স্বরই তার সঙ্গ দিতে লাগল।

পূর্বপুষরা আদেশ করেছে ওগান্ডাকে করতেই হবে মৃত্যুবরণ
প্রধানের কন্যাকে করতেই হবে উৎসর্গ
হ্রদের দৈত্য যখন আমার শরীরকে ভক্ষণ করবে
মানুষ তখন পাবে বরষণ।
হ্যাঁ, বৃষ্টি নামবে মুষল ধারায়
এবং বালুকাময় তটভুমি যাবে ভেসে
প্রধানের কন্যার তখন মৃত্যু হবে হ্রদে।
আমার সমবয়সীরা মত দিয়েছে
আমার পিতা মাতারা মত দিয়েছে
আমার আত্মীয়-বন্ধুরাও সম্মতি জানিয়েছে।
ওগান্ডাই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের বৃষ্টি দিক।
আমার বয়সীরা তণ, তারা মাতৃত্বের জন্য পরিপূর্ণ,
কিন্তু ওগান্ডাকে চলে যেতে হবে যৌবনে।
ওগান্ডা তার পূর্বপুষদের সাথে নিদ্রা যাবে,
হ্যাঁ, মুষলধারায় বৃষ্টি নামবে।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে ঢাকা পড়ে গেল ওগান্ডা। তাকে দেখেতে লাগছে যেন বনের মধ্যে এক জ্বলন্ত মোমবাতি।

যারা তার কণ সঙ্গীত শুনতে এসেছিল তারা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হল। কিন্তু তারা প্রত্যেকে সেই একই কথা বলল, 'যদি জনগণকে বাঁচাতে হয়, যদি আমাদের বৃষ্টি দিতে হয় তাহলে ভয় পেওনা। তোমার নাম চিরদিনের মত আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।'

মধ্যরাত্রিতে ওগান্ডা ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার আর হাঁটবার ক্ষমতা নেই। সে একটা বড় গাছের নিচে বসে পড়ল। তারপর তার লাউএর খোলের পাত্রের জল চুমুক দিয়ে পান করে সে গাছের গুড়িতে মাথা রেখে বসে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় ওগান্ডার ঘুম ভাঙ্গল। সূর্য আকাশের অনেক উঁচুতে পৌঁছে গেছে। অনেক ঘন্টা হাঁটবার পর ওগান্ডা টোঙ্গেতে পৌঁছাল। এটা এক খন্ড জমি যা দেশের মানুষের বসতির জায়গাকে পূণ্যভূমির (কর লামো) থেকে আলাদা করে রেখেছে। কোনও সাধারণ মানুষ এ জায়গায় প্রবেশ করতে পারে না বা এ জায়গা থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারে না। শুধু মাত্র সেসমস্ত মানুষ যাদের আত্মা এবং পরমাত্মার সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে, তারা এখানে এই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু ওগান্ডাকে এই পবিত্র ভূমির ভিতর দিয়ে যেতে হবে এবং সূর্যাস্তের আগেই হ্রদে পৌঁছাতে হবে।

বিশাল এক জনতা তাকে শেষ বারের মত দেখবার জন্য সমবেত হয়েছে। তার গলার স্বর এখন বেদনার্ত এবং ভাঙা। তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই। আর অল্পক্ষণ পরে তাকে আর গান গাইতে হবে না। জনতা সহানুভূতির সাথে ওগান্ডাকে দেখতে লাগল। তারা বিড় বিড় করে কিছু বলল যা ওগান্ডা শুনতে পেল না। তাদের কেউ কিন্তু তার প্রাণ রক্ষার জন্য সওয়াল করল না। ওগান্ডা দরজাটা খোলা মাত্র একটা শিশু, ছোট্ট শিশু ভিড়ের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে ত

ার দিকে দৌড়ে এল। সে তার ঘামে ভেজা হাতের মুঠোর ভেতর থেকে একটা কানের দুল বের করে ওগান্ডার হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি যখন মৃতের জগতে পৌঁছবে, আমার বোনকে এটা দিও। গত সপ্তাহে সে মারা গিয়েছে। এই দুলটা নিতে ও ভুলে গিয়েছে।' এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনে ওগান্ডা অবাক হয়ে গেল। তার হাত থেকে ছোট্টো দুলটা নিল আর তাকে তার মহার্ঘ জল আর খাবার দিয়ে দিল। তার নিজের আর এসবের প্রয়োজন নেই। ওগান্ডা ভেবে পেল না, সে হাসবে না কাঁদবে। সে শোকাহতদের তাদের প্রিয়জনকে ভালবাসা জানাবার কথা শুনেছে কিন্তু এমন একটা উপহার পাঠাবার কথা তার কাছে নতুন ল াগল।

ওগান্ডা নিশ্বাস বন্ধ করে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের বাধাটা পেরিয়ে গেল। সে কণভাবে জনতার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। তারা নিজেদের বাঁচার চিন্তায় মগ্ন। তারা মহামূল্যবান বৃষ্টির প্রত্যাশায় রয়েছে। সেজন্য ওগান্ডা যত তাড়াতাড়ি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছয় ততই মঙ্গল।

পবিত্র ভূমির পথে নেমে ওগান্ডার এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। বিচিত্র সব শব্দ শুনে ওগান্ডা চমকে উঠল। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তার মনে হল পালিয়ে যাবে। কিন্তু এখনও অনেক পথ বাকি। তারপর পথ ফুরিয়ে গেল হঠাৎ। একটা বালুভূমিতে পৌঁছে গেল ওগান্ডা। তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে জল সরে গিয়েছে। এক বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা জেগে রয়েছে। তারপর বিশাল জলের বিস্তৃতি।

ওগান্ডা ভয় পেল সে মনে মনে দৈত্যটার আকার ও আকৃতি কল্পনা করার চেষ্টা করল, কিন্তু ভয়ের চোটে তা সম্ভব হল না। পাড়ার লোকেরা এর সম্বন্ধে কে ান কথা বলাবলি করে না। শিশুরা কান্নাকাটি করলে এর কথা বলে চুপ করান হয়। সূর্য এখনও উঁচুতে রয়েছে, কিন্তু তাপ বোধ হচ্ছে না। ওগান্ডা অনেক সময় গোড়ালি ডোবা বালুর মধ্যে হেঁটে চলেছে। সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ভীষণ ভাবে জলের পাত্রটা এখন প্রত্যাশা করছে। সে যেই আবার চলা শু করল তার মনে হল কিছু একটা যেন তাকে অনুসরণ করছে। তবে কি সেই দৈত্যটা? তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। একটা ঠান্ডা অবশ অনুভূতি তার মেদন্ড বেয়ে নেমে গেল। সে সামনে পেছনে, এপাশ ওপাশ ফিরে' দেখল, কিন্তু একটা ধুলোর মেঘ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

ওগান্ডা টানা টানা হয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল, কিন্তু সেই অনুভূতিটা তাকে ছেড়ে গেল না। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠল।

সূর্য দ্রুত নেমে যাচ্ছে এবং হ্রদের তীরও যেন তার সাথে সাথে চলেছে।

ওগান্ডা দৌড়তে লাগল। তাকে সূর্যাস্তের আগে হ্রদের ধারে পৌছাতেই হবে। দৌড়বার সময় সে শুনতে পেল একটা শব্দ তার পেছন দিক থেকে আসছে। সে চট করে পেছনে তাকিয়েই দেখতে পেল গাছের ঝোপের মত একটা জিনিস পাগলের মত তার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। সেটা তাকে প্রায় ধরে ফেলব ার উপক্রম।

ওগান্ডা সর্ব শক্তি নিয়ে দৌড়ে চলেছে। স্থির প্রতিজ্ঞা সূর্যাস্তের আগেই জলের মধ্যে গিয়ে পড়বে। সে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। কিন্তু সেই জন্তুটা তার পেছনে পড়ে আছে। সে তার নিজের গলার স্বর শুনতে পারল না। সে চিৎকার করার চেষ্টা করল , কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখার সময় যেমন হয়, সে তার নিজের গলার স্বর শুনতে পেল না। জন্তুটা ওগান্ডাকে ধরে ফেলল। ওগান্ডা অচেনা জন্তুটার সামনে পড়ে যখন হতভম্ব তখন একটা শক্তিশালী হাত তাকে জাপটে ধরল। কিন্তু বালির উপর পড়ে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

হ্রদের ঠান্ডা বাতাসে ওগান্ডার জ্ঞান ফিরে এল। একজন পুষ মানুষ তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওগান্ডা মুখ খুলল। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার গলা থেকে কোন শব্দ বেরোল না। সেই আগন্তুক তার মুখের মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দিল। সেই জলটা ওগান্ডা গিলে ফেলল।

'ওসিন্ডা, ওসিন্ডা! দয়া করে আমাকে মরতে দাও। আমাকে মরতে দাও। আমাকে যেতে দাও, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আমাকেমৃত্যু বরণ করতে দাও, তারা বৃষ্টি প াক।' ওগান্ডার কোমরের জুল জুল করা চেনটাকে ওসিন্ডা আদর করতে লাগল আর তার মুখের ওপরের কান্নার জলটা মুছে দিল।

ওসিন্ডা ব্যস্তভাবে বলল, ' কোন অজানা দেশে আমাদের এক্ষুণি পালিয়ে যেতে হবে। পূর্বপুষদের অভিশাপ থেকে এবং দৈত্যটার আক্রমণের হাত তেকে আম াদের পালিয়ে বাঁচতে হবে।'

'কিন্তু আমার ওপর যে অভিশাপ আছে, ওসিন্ডা। আমি তোমার পক্ষে আর শুভ নই। তাছাড়া আমরা যেখানেই যাই না কেন পূর্বপুষদের দৃষ্টি আমাদের তাড়া করে ফিরবে এবং দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর বর্তাবে। আমরা দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাব না।'

ওগান্ডা ভেঙ্গে পড়ল, পালাতে ভয় পেল, কিন্তু ওসিন্ডা আবার তার হাত চেপে ধরল। আমার কথা শোনো, ওগান্ডা। আমার কথা শোনো। দুটো কোট রয়েছে। ওসিন্ডা তারপর 'বৌমবোএ' গাছের ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে তৈরি পাতলা পোষাক দিয়ে ওগান্ডার সারা শরীরটা ঢেকে দিল। শুধু চোখদুটো খে লা রইল। 'এগুলো আমাদের পূর্বপূষদের দৃষ্টি থেকে এবং দৈত্যটার ত্রোধ থেকে রক্ষা করবে। চল, এখন আমরা এখান থেকে পালাই।' ওসিন্ডা ওগান্ডার হ াত ধরল এবং তারা সেই পূণ্য ভূমি থেকে দৌড় লাগাল। ওগান্ডা যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথটা তারা এড়িয়ে গেল।

ঘন ঝোপ এবং দৌড়বার সময় লম্বা ঘাস তাদের পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল। পবিত্র ভূমির অর্দ্ধেকটা পেরিয়ে এসে তারা থামল। তারপর পেছন ফিরে দেখল। সূর্য প্রায় জল স্পর্শ করতে চলেছে। তারা ভয় পেল। ডুবন্ত সূর্যটাকে এড়াবার জন্য তারা এখন আরও জোরে ছুটতে লাগল।

'ওগান্ডা, ভরসা রাখো, ও জিনিস আমাদের ছুঁতে পারবে না।'

তারা বাধাটার কাছে এসে পৌঁছাল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে পেছন ফিরে দেখল সূর্যের মাথার একটা বিন্দু শুধু জলের ওপর রয়েছে।

' গেল, ওটা ডুবে গেল' ওগান্ডা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

'প্রধানের কন্যা, তুমি কেঁদো না। চল আমরা দৌড়ই, পালিয়ে যাই'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com